20068 - সমকামতিা থকেে মুক্তরি উপায়

প্রশ্ন

আমি মুসলমি। আমার বয়স ষলে। আমি নয়িমতি নামাজ পড়ি ও রোজা রাখি। ব্যক্তগিত জীবনে আমি দ্বীনদার। তবে সমস্যা হল আমি সমকামী। শুরুতে আমি আমার পতিাকে নয়িে ভাবতাম। আমার মনে হয় জনেটিকি কারণে আমি সমকামী হয়ছে। আমি খারাপ চত্রি দখে। তবে আমি এ থকেে নষ্কৃতি পতেে চাই। আমি জীবনে কখনো যনৌকর্মে লপ্তি হই নি। আমি সত্যি সত্যহি আল্লাহকে ভয় করি। আমি তাঁকে সবসময়ই ডাকি যাতে তনিি আমাকে সাহায্য করনে।

আপনার কাছে আমার আকুল আবদেন আপনি আমাকে বাস্তব কছিু পরামর্শ দবেনে যাতে আমি এই দুর্যোগ থকেে রহোই পতেে পারি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

দুয়া করি আল্লাহ তোমাকে এই মারাত্মক ব্যাধি থকেে অতি দ্রুত আরোগ্য দান করুন। তোমার হৃদয়কে সকল পঙ্কলিতা থকেে পবত্রি করে দনি। নশ্চিয় আল্লাহ এ-বষিয়ে ক্ষমতাবান।

এ ধরনরে মহাপাপে জড়তি হওয়ার শাস্তি যে শুধু পরকালইে হবে তা নয়, বরং দুনয়িার জীবনওে এ শাস্তরি অংশ বশিষে ভোগ করতে হয়। সার্বক্ষণকি আফসোস ও যন্ত্রণা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখা এটাই তো শাস্তি হসিবেে যথষ্টে। এর সাথে যদি মারাত্মক রোগ-ব্যাধরি বষিয়টি যুক্ত হয়; যগেুলোর ব্যাপারে চকিৎিসা বজ্ঞিানীরা একমত যে সমকামীদরে এসব রোগ হয়ে থাকে, তাহলে তো আর কথাই নইে। প্রশ্ন নং 10050 থকেে এ ব্যাপারে আরো দকিনর্দিশেনা নবেে বলে আশা রাখি।

তোমার রোগরে চকিৎিসা নম্নিবর্ণতিভাবে হতে পার:

এক:

তোমাকে হৃদয় থকেে সত্যকিার অর্থে তওবা করতে হবে। আল্লাহর দকিে ফরিে আসতে হবে। অতীতে যা করছে তার জন্য লজ্জতি হতে হবে। বশেি-বশেি দুয়া করতে হবে এবং কায়মনোবাক্যে আকুতি করতে হবে আল্লাহ যনে তোমাকে ক্ষমা করে দনে। তনিি যনে তোমাকে এই বষিয় থকেে নষ্কৃতি পতেে সাহায্য করনে। নশ্চিয় আল্লাহ আরাধ্যদরে মধ্যে সবচয়েে বশেি মহেরেবান এবং দুয়া কবুলে অধকি নকিটবর্তী। আল্লাহ তাআলা বলনে, "বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নজিদরে উপর

বাড়াবাড়ি করছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।"[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৫৩]

তাই তুমি আল্লাহর সামনে পড়ে যাও। কাঁদো, নিজের মনকে বিগলিত করে অশ্রু ঝরাও, তোমার প্রয়োজন ও দীনতা প্রকাশ করো। গুনাহ মাফ চাও। আল্লাহর প্রতি ক্ষমাপ্রাপ্তি ও বিপদমুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হও।

দুই:

নিজের হৃদয়ে ঈমানের বীজকে যত্ন করো। যখন এ-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের কামিয়াবি নিয়ে আসে। আল্লাহর প্রতি ঈমানই (আল্লাহর তাওফিকের পর) বান্দাকে হারাম কাজ থেকে বাঁচায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি, "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না।"[সহিহ বুখারি (২৪৭৫) ও সহিহ মুসলিম (৫৭)]

তাই ঈমান যখন তোমার হৃদয়কে কর্ষিত করবে, তোমার অন্তরাত্মা ও অনুভূতি ঈমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন আর তুমি হারাম কাজ করতে সাহস পাবে না। আর মুমিন যদি একবার হোঁচট খায় সাথে সাথেই সে চৈতন্যে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।"[সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ২০১]

তিন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবসমাজকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা পালন করার চেষ্টা করো। সেটা হলো বিবাহের উপদেশ; যদি তুমি এ ব্যাপারে সক্ষম হও। তোমার বয়স কম বলে অজুহাত দাঁড় করিও না। কেননা অল্প বয়স বিবাহের পথে প্রতিবন্ধক নয়; কখনো না। যেহেতু তোমার বিয়ে করা জরুরি, তাই তোমার বলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসটি বিস্তার। তিনি বলেছেন: "হে যুবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার ক্ষমতাসম্পন্ন সে যেন বিয়ে করে ফেলে। কেননা দৃষ্টিকে অধিক অবদমনকারী, যৌনাঙ্গকে অধিক হেফাজতকারী। আর যে তা পারবে না, সে যেন রোজা রাখে, এটা তার জন্য যৌন-উত্তেজনা দমনকারী।"[সহিহ বুখারি (৫০৬৫) ও সহিহ মুসলিম (১৪০০)] তুমি নবীর এই উপদেশকে আঁকড়ে ধরো। এতে আল্লাহ চাহে তো মুক্তির উপায় পাবে।

তোমার মাতা-পিতাকে এ ব্যাপারে খোলাখুলি বলে বিবাহের আগ্রহ ব্যক্ত করতেও কোনো সমস্যা নেই। লজ্জা যেন তোমাকে মাতা-পিতার কাছে খোলামেলা বলা থেকে বিরত না রাখে সে ব্যাপারে সতর্ক হও।

বিবাহের ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা করো। দারিদ্র্যকে ভয় পেয়ো না; আল্লাহ তোমাকে নিজ করুণায় অভাবমুক্ত করে

দবেনে। ইরশাদ হয়ছে, "আর তামেরা তামোদরে মধ্যকার অববিাহতি নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদরে ববিাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদরেকে অভাবমুক্ত করে দবেনে। আল্লাহ প্রাচুর্যবান ও মহাজ্ঞানী।"[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানয়িছেনে য, সৎ উদ্দশেে যে ব্যক্তি বয়িে করল আল্লাহ তাকে সাহায্য করবনে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, "তনি ব্যক্তকিে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করনে, আল্লাহর পথে জহিাদকারী, মূল্য পরশিোধ করার সদচ্ছিা আছে এমন মুকাতবে দাস, ইজ্জতরে পবত্রিতা রক্ষার ইচ্ছায় ববিাহকারী ব্যক্তি।"[সুনানে তরিমিযিি (১৬৫৫), সুনানে নাসায়ি (৩১২০) সুনানে ইবনে মাজাহ (২৫১৮), আলবানি 'সহহিুত তারগবি ওয়াত তারহবি' গ্রন্থে (১৯১৭) হাদসিটকিে হাসান বলছেনে।

চার:

যদি ববিাহ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে আরকেটি সমাধান হল রোজা রাখা। তাহলে তুমি মাসে তনিদনি রোজা রাখার চন্তিা করছ না কনে? অথবা প্রতি সপ্তাহরে সোম ও বৃহস্পতবিারে?

রোজায় তো অনকে সওয়াব রয়ছেে। হাদসিে কুদসতিে এসছে: "আদম সন্তানরে প্রতটিি আমল তার নজিরে; তবে রোজা ব্যতীত। নশ্চিয় রোজা আমার জন্য এবং আমইি এর প্রতদিান দবি।"[সহহি বুখারি (১৯০৪) ও সহহি মুসলমি (১১৫১)]

তাকওয়া সৃষ্টরি উদ্দশেে আল্লাহ তাআলা রোজার বধিান দয়িছেনে মর্মে পবত্রি কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসছে। ইরশাদ হয়ছে, "হে মুমনিগণ, তোমাদরে উপর রোজা ফরজ করা হয়ছেে যমেন ফরজ করা হয়ছেে তোমাদরে পূর্ববর্তীদরে উপর। আশা করা যায় তামেরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হবে।"[সূরা আল বাকারা, আয়াত:১৮৩]

রোজার মধ্যে যমেনি রয়ছেে যৌনতার টানে ছুটে যাওয়া থকেে সুরক্ষা, রয়ছেে আল্লাহর কাছে মহা প্রতদিান প্রাপ্তি; তমেনি রয়ছেে মানুষরে ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধর্য়ে, সহনশীলতা, কুপ্রবৃত্তি ও ভোগরে লপি্সার উপর আধপিত্য প্রতষ্ঠিা করার প্রশক্ষিণ। ভাইটি আমার, তাই অবলিম্বে রোজা রাখার সদ্ধিান্ত নাও। আশা করা যায় আল্লাহ তোমার জন্য সহজ করে দবিনে।

পাঁচ:

হারাম জনিসি থকেে দৃষ্টকিে সংযত করতে কখনও অবহলো করবে না। যমেন- অশ্লীল ম্যাগাজনি, নগ্ন ছবি ইত্যাদি; যা অবধৈ যৌনাচার ও মহাপাপে জড়য়িে পড়তে মানুষকে প্ররোচতি করে এবং মনরে মধ্যে খারাপ প্রভাব গভীরভাবে জইিয়ে রাখে। এসব থকেে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা বলে: "মুমনি পুরুষদরে বলে দনি, তারা তাদরে দৃষ্টকিে সংযত রাখবে এবং তাদরে লজ্জাস্থানরে হফিাযত করবে। এটাই তাদরে জন্য অধকি পবত্রি। নশ্চিয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ

সম্যক অবহতি।”[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]

জনেে রাখ, তুমি যদি হারাম দৃষ্টি থকেে বরিত থাকার ক্ষত্রেে অবহলো কর, তাহলে তুমি শয়তানকে সুযোগ করে দলিে যাতে সে এর পরবর্তী পদক্ষপেকে তোমার সামনে সুশোভতি করে পশে করতে পার। যহেতেু তুমি একবাররে জন্য হলওে শয়তানরে ইচ্ছার সামনে নতজানু হয়ছে তাই পররেটার ব্যাপারে সে খুব তৎপর থাক।

ছয়:

যখন গুনাহ করার মনস্কামনা সৃষ্টি হবে কংিবা এই পাপে লপ্তি হওয়ার জন্য শয়তানরে ওয়াসওয়াসা অনুভূত হব, তখন স্মরণ করবে যে তোমার এইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাল কয়িামতরে মাঠে তোমার বরিুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াব। তুমি কি জান না যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এই যৌবন ও উদ্যম তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার নয়োমত? এই নয়োমতকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার ক্ষত্রেে ব্যবহার করা কংিবা আল্লাহর নর্িদশে অমান্য করার ক্ষত্রেে নয়িোজতি করা কি আদৌ তাঁর নয়োমতরে শুকরয়িা?

আরকেটি বষিয়ে তোমার সতর্ক হওয়া উচতি। আস আমার সাথে আল্লাহ তাআলার বাণীটি পড়: “অবশষেে তারা যখন জাহান্নামরে কাছে পৌঁছব, তখন তাদরে কান, তাদরে চোখ ও তাদরে চামড়া তাদরে বরিুদ্ধে তাদরে কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষী দবে, আর তারা তাদরে চামড়াগুলোকে বলব, কনে তোমরা আমাদরে বরিুদ্ধে সাক্ষ্য দলি? তারা বলব, আল্লাহ আমাদরে বাক্শক্তি দয়িছেনে যনিি সবকছিুকে বাক্শক্তি দয়িছেনে। তনিি তোমাদরেকে প্রথমবার সৃষ্টি করছেনে এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্ততি হব।”[সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ২০-২১]

হাদসিে এসছে- আনাস (রাঃ) বলনে: একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে ছলিাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হসেে উঠলনে। এরপর বললনে: “তোমরা কি জান, কি নয়িে হাসছ? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জাননে। বান্দা তার রবকে সম্বোধন করে যা বলবে তা নয়িইে হাসছি। বলব: হে আমার রব! আপনি কি জুলুম থকেে আমাকে আশ্রয় দনেনি? তনিি বলবনে: হ্যাঁ। অতঃপর বান্দা বলব, তাহলে আমি নজিরে উপর নজিকেে সাক্ষী মানা ব্যতীত অন্য কারও সাক্ষীকে বধৈতা দবে না। আল্লাহ বলবনে: আজ তুমি নজিইে তোমার উপর সাক্ষী হসিবেে যথষ্টে, আর রকের্ডসংরক্ষণকারী ফরেশেতারাও সাক্ষী হসিবেে যথষ্টে। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দয়ো হব। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলা হব: কথা বলো। তখন তারা তার আমল সম্পর্কে বলব। অতঃপর তাকে কথা বলার সুযোগ দয়ো হব। তখন সে বলব, “তোমরা ধ্বংস হও, তোমরা নপিাত যাও। তোমাদরে জন্যই আমি শ্রম-মহেনত করতাম?”[সহহি মুসলমি (২৯৫৯)]

সাত:

কখনো একাকী নভৃতে থকেো না। কনেনা একাকীত্ব যৌনবষিয়ে চন্তিাকে ডকেে আন। সময়কে কাজে লাগাতে সচষ্টে হও।

যমেন- নকে আমল করা, কুরআন তলিাওয়াত করা, যকিরি করা, নামায পড়া ইত্যাদি।

আট:

ফাসকে ও অসৎপ্রবণ ব্যক্তদিরে সঙ্গ ত্যাগ করো; যারা এসব বষিয়ে গুরুত্ব দয়ে, যৌনউত্তজেক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, যারা গুনাহকে তুচ্ছভাবে পশে করে এবং সটোকে কর্মে পরণিত করতে নর্িভয়। ওদরেকে ছড়েে তুমি সৎলোকদরে সঙ্গ ধরো; যারা তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করয়িে দবে, তাঁর আনুগত্যরে ব্যাপারে তোমাকে সহায়তা করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব ও আদর্শরে হয়ে থাকে। সুতরাং কার সাথে বন্ধুত্ব করছ তা ভবেচেন্িতে করো।"[সুনানে তরিমযিি (২৩৭৮), আলবানি হাদসিটকিে সহহিুত তরিমযিি (১৯৩৭) গ্রন্থে 'হাসান' বলছেনে।

নয়:

যদি ধরে নইি যে দুর্বলতার কোন এক মুহূর্তে তুমি পাপে লপ্িত হয়ছে তবে তুমি আর ওদকিে যওে না। বরং অবলিম্বে তওবা করে আল্লাহ্র দকিে ফরি। আশা করি, তুমি ঐ লোকদরে দলভুক্ত হবে যাদরে ব্যাপারে আল্লাহ বলছেনে: "আর যারা কোন কু-কাম করলে অথবা নজিদেরে প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদরে গুনাহরে জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ ক্ষমা করব? এবং তারা যা করে ফলেে, জনেে-বুঝে তারা তা বার বার করতে থাকে না।"[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩৫]

প্রয়ি ভাই! তুমি আল্লাহর রহমত থকেে নরিাশ হয়ো না। হুঁশয়িার, সাবধান! শয়তান যনে তোমার উপর আধপিত্য বস্িতার করতে না পার। তোমাকে যনে কুমন্ত্রণা না দয়ে য,ে আল্লাহ তোমার গুনাহ কখনো ক্ষমা করবনে না। কনেনা আল্লাহ তওবাকারীর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দনে।

আমি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আশাবাদী তনিি তোমার কুপ্রবৃত্তরি বপিক্ষে তোমাকে সাহায্য করবনে এবং এই মহারোগ থকেে তোমাকে মুক্তি দবিনে।

এ বষিয়ে আরও জানার জন্য আমরা তোমাকে "কাইফা তুওয়াজহিুস শাহওয়া হাদসি ইলাশ শাবাব ওয়াল ফাতাইয়াত" (কভিাবে যৌন কামনাকে মোকাবলিা করব,ে তরুণ-তরুণীদরে প্রতি কছিু কথা) নামক পুস্তকিাটি পড়ার পরামর্শ দচ্ছি।